দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 10 MAY 200

উচ্চশিক্ষার মাধ্যম-হিসেবে ইংরেজী চালুর সরকারী উদ্যোগ ভণ্ডুল হতে বসেছে

আকন্দ জাহাঙ্গীর : দেশে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজী চালুর সরকারী উদ্যোগ ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ভবিষ্যতে দেশের প্রশাসনসহ সর্বস্তরে মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন জনশক্তি সংকটের আশংকায় উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজী চালুর ব্যাপারে সরকার নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেয়। এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার গত এক বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাছে এ ব্যাপারে মতামত চেয়ে চিঠি দেয়। ১৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাকি বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। কিন্তু ঐ তিন বিশ্ববিদ্যালয়কে তিন দফা তাগিদপত্র দেয়া সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে সাড়া দেয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিষয়টি সিন্ডিকেটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়ে মঞ্জুরি কমিশনকে জানানো হবে। অথচ গত এক বছরে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কয়েকটি সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক হওয়ার পরও বিষয়টি ২-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজী

১২-এর পৃষ্ঠার পর

উত্থাপিত হয়নি। এতে আশঙ্কা করা হচ্ছে, ঐ তিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমন্বিত ইতিবাচক সিদ্ধান্ত না আসায় সরকারের নেয়া এ উদ্যোগটি ভেস্তে যেতে পারে।

তৎকালীন এরশাদ সরকার ৮০ দশকে ইংরেজী বাদ দিয়ে সর্বস্তরে বাংলা ভাষাকে চালু করে। তখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা চালু হয়। যা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। আর এর পরিণতি হিসেবে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ থেকে পাস করেও শিক্ষার্থীরা ইংরেজীতে পারদর্শী হয়ে উঠছে না। ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের অভাবে বিদেশে পড়াশুনা কিংবা কোন সভা-সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে কথা বলতে বেশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। ফলে শিক্ষার্থীরা ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের অভাব দূর করতে কোচিং সেন্টারের দিকে ঝুঁকছে। তাছাড়া বাংলাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালুর ফলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা শূন্যের কোঠায় চলে এসেছে। বিসিএস ক্যাডারসহ বিভিন্ন সরকারী, বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীও ইংরেজীতে যুগোপযোগীভাবে পারদর্শী হয়ে উঠতে পারছে না।

অন্যদিকে বিদেশে বিপুল কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ভাল ইংরেজী না জানার কারণে তা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

বিগত কয়েকটি বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী চাকরিপ্রার্থীদের ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের দুর্বলতায় সরকার বেশ উদ্বিগ্ন। পিএসসির কয়েকটি রিপোর্টে এ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মেধাবী, দক্ষ ও যোগ্য জনশক্তি গড়ে তুলতে বিভিন্ন সময় ইংরেজীর ওপর গুরুত্বারোপ করে বক্তৃতা দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডঃ কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী গত বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেন। চিঠিতে ইংরেজী ভাষার অদক্ষতা বাংলাদেশের জন্য অভিশাপ হিসেবে উল্লেখ করেন।

পরবর্তী প্রজন্ম ও দেশের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এ উদ্যোগ নেয়া হয় বলে জানা যায়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কমিশনের নীতিনির্ধারকদের একজন বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত নিতে চাচ্ছে তাতে সরকারী উদ্যোগটি ভেস্তে যেতে পারে।

অবশ্য মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর এম আসাদুজ্জামান বলেন, আমার ধারণা, প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চাচ্ছে কর্তৃপক্ষীয় প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত নিতে যাতে সর্বজনগ্রাহ্য হয়। তিনি বলেন, বিশ্বায়নের এই যুগে ইংরেজী অবশ্যই শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত। ভবিষ্যতের স্বার্থে এটা এখন সময়ের দাবী। তবে দুঃখের বিষয় আমরা এখনও ঠিকমত বাংলা জানি না। ইংরেজীর পাশাপাশি বাংলাকেও গুরুত্ব দিতে হবে।